

অতসীদি

১

কেমন আছো অতসীদি ? ভালো আছো ?

শেষ দেখেছিলাম অফিসপাড়ায় - তোমার মাথার দু একটা চুলে পাক ধরেছে - চোখে হাই পাওয়ারের চশমা - চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছিলে -

যেন বলবার মতো কথা নেই - চেনা মানুষদেরকেও আর চিনতে ইচ্ছে করে না -

কপালে বিন্দু বিন্দু জমে রয়েছে সারা দিনের ক্লান্তি - অসহায় চোখদুটিতে শুধুই অবসাদ ...

সত্যি বলতে কি, ভিড়ের মধ্যে তোমাকে আলাদা করে চিনতেই পারি নি।

আর তোমাকে ডাকবার জন্য হন্যে হয়ে ফুটপাথ পেরোবার আগেই ভিড়ের মধ্যে তুমি হারিয়ে গিয়েছিলে -

দিনান্তের সূর্য যেমন হারিয়ে যায় মা পাখীর ডানার আশ্রয়ে ...

আর ঠিক তখনই সমস্ত অফিস পাড়া আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠেছিল - “এই তোর অতসীদি ? এ তো ... ”

২

আমাকে তোমার বোধ হয় মনে নেই - মনে থাকার কথাও না। তুমি যখন আমাদের পূর্ব কলকাতার লোডসেডিং এ মোড়া ছেঁড়াখোঁড়া হাউসিং কমপ্লেক্সের রাণী - আমি তখন সবে সন্ধ্যের অন্ধকার নামা অন্ধি পাড়ার মোড়ে আড্ডা মারার ছাড়পত্র পেয়েছি।

তুমি কলেজ থেকে ফিরতে ছটা - সাড়ে ছটা নাগাদ - কাঁধে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ - সানগ্লাস উঁচু করে মাথার ওপরে তুলে রাখা - কচি কলাপাতা রঙের একটা সালোয়ার ছিলো - পরলে দারুন দেখাতো ... তোমার বোধহয় মনে নেই..

সন্ধ্যের ঠিক মুখে তোমার হাসি সাদা পায়রার মতো আমাদের চারপাশে আলো জ্বলে দিত -

আমরা তাতে ভিজিয়ে নিতাম আমাদের সদ্যপ্রাপ্ত যৌবন -

শুদ্ধ হতাম ... গঙ্গানানে যেমন শুদ্ধ হন আবালবৃদ্ধবণিতা ...

৩

যখন পূজোর সময় নাটক হত আর তাতে তুমি অভিনয় করতে - আমার খুব ভয় করত - যদি তুমি পাঠ ভুলে যাও - যদি মেক আপ খুলে যায় ... যদি ...

আর যখন তুমি আবৃত্তি করতে তখন খুব ভাল লাগতো ... কবিতা জীবন্ত হয়ে উঠত তোমার পড়ায় - - মন্ত্র মুক্তির মতো গুনতাম - “ঘরেতে এলো না সে তো ... মনে তার নিত্য আসা যাওয়া ... ”

একদিন দোকান থেকে ফেরার সময় ব্যাগ থেকে জিনিসগুলো ছড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল - আমি কুড়িয়ে দিয়েছিলাম বলে তুমি হেসে বলেছিলে - “থ্যাঙ্ক ইউ” ...

সেই ধন্যবাদকে সম্বল করেই একটু একটু করে আমি বড় হয়ে গেলাম।

৪

বিয়ের সাজে তোমাকে রাণীর মত দেখাচ্ছিল – নিওনের তীব্র আলো ম্লান হয়ে গিয়েছিল তোমার চলকে পড়া হাসিতে – সযত্নে ঢেকে রেখেছিলে এক অসম্ভব অভিমান আর নীল চোখে ছিল শতাব্দির ক্লান্তি –

কিসের ক্লান্তি তোমার অতসীদি – কার ওপর এতো অভিমান?

উত্তর পেয়েছিলাম অনেকদিন বাদে – যখন নিরীহ কয়েকটি শব্দ এক ভরা দুপুরে আমাকে ভীষন একা করে চলে গিয়েছিল – আর চুয়াল্লিশ নম্বর বাসের সজি, মবিল এবং ঘামের গন্ধের মতো আমার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় নি

তারপর কিভাবে যেন অভিমান নাম পালটে হয়েছে অসহায়তা –

অবসাদকে সঙ্গী করে পৌছে গিয়েছি মধ্যবয়সে –

এখন ঘোলাটে চোখে দৈনন্দিন হিসেব নিকেশে আমাদের পরম নির্ভরতা

৫

তবু এতদিন বাদে যখন দেখা হয়েই গেল –

থাক সেসব কথা –

জঞ্জাল থাক পড়ে দৈনন্দিন অন্দরমহলে –

বরং

আর একবার সূর্যকে লজ্জা দিয়ে ঝলমল করে হেসে ওঠো তুমি – অতসীদি

আর একবার উদ্ভাস্ত গলায় গেয়ে ওঠো “ পুরানো জানিয়া চেয়ো না – চেয়ো না আমারে আধেক আঁখির কোলে ...”

ভালো থেকো অতসীদি – ভালো না থাকা অন্যদের জন্য –

সে তোমায় মানায় না ...

রাহুল গুহ

৪ জুন, ২০০৬